বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ
অগ্রাধিকার

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)
https://gtcl.org.bd

নম্বর: ২৮.১৪.০০০০.১০৮.০৭.০০১.২০.১

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪২৭
১৩ আগস্ট ২০২০

পরিপত্র

বিষয়: ...

১। পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত "গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ অগ্রিম বিধি'র আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঋণ অগ্রিম প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে কোম্পানির নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে :

১.১। কোম্পানিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম ০৭(সাত) বছর (১৩-০৯-২০২০ তারিখে) চাকরি সমাপ্তকারী নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ আবেদন করতে পারবেন। তবে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারি হলে সে ক্ষেত্রে যে কোন একজন এ ঋণ অগ্রিমের জন্য বিবেচিত হবেন;

১.২। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্মস্থলে/ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা, বাংলাদেশের যে কোন পৌর এলাকা এবং উপজেলা/থানা সদর এলাকায় গৃহ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্য®াট ক্রয় করতে ইচ্ছুক কেবলমাত্র তাদেরকেই কোম্পানি র্কতৃক উক্ত ঋণ অগ্রিম প্রদান করা হবে;

১.৩। পিআরএল (অবসর উত্তর ছুটি)-এ গমনের ৩ বছর পূর্ব পর্যন্ত (১৩-০৯-২০২০ তারিখে) বয়সের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ উক্ত ঋণ অগ্রিমের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন;

১.৪। ঋণ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারির নীট প্রাপ্ত বেতন অবশ্যই এক তৃতীয়াংশ থাকতে হবে।

২। অগ্রিম ঋণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ সর্বোচ্চ ৳ ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

৩। ইতঃপূর্বে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারিদেরকে অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত ঋণের অর্থ সুদসহ পরিশোধ সাপেক্ষে এবং সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থের সংকুলানের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ তৃতীয় বার ঋণ/অগ্রিম প্রদান করা হবে।

৪। জমি ক্রয় ঋণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রক্রিয়া/আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১ম এবং ২য় কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে। ২য় কিস্তির অর্থ প্রদানের পরবর্তী তৃতীয় মাস হতে প্রদানকৃত ঋণের আসল ১৬০(একশত ষাট) টি সমান কিস্তিতে এবং সুদ ৬০ (ষাট) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। তবে ঋণ গ্রহীতা কিস্তির সংখ্যা কমাতে চাইলে তা বিবেচনা করা হবে।

৫। জমি ক্রয় ঋণ অগ্রিমের দ্বিতীয় কিস্তি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সমাপনান্তে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে ক্রয় দলিলের অবিকল প্রতিলিপি কোম্পানিতে জমা দিতে হবে এবং তৎপরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে এইচ,বি,আর ফরম নং-২ অনুযায়ী নিজ খরচে ৳ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ধকী দলিল সম্পাদন (ত্রিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) করে দিতে হবে; অন্যথায় সম্পূর্ণ অর্থ পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির পর ১ (এক) বছরের মধ্যে জমি ক্রয়ের মূল রেজিস্ট্রি দলিল অবশ্যই কোম্পানিতে দাখিল করতে হবে।

৬। গৃহ নির্মাণ ঋণের অগ্রিম মঞ্জুরির পর জমির মালিকানা ও দখল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি যথা-পর্চা, জমির খাজনার রসিদ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ যথা-রাজউক/পৌরসভা ইত্যাদি কর্তৃক অনুমোদিত নক্সা কোম্পানি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হলে এবং কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক ছাড়পত্র পাওয়ার পর এইচ,বি,আর ফরম নং-২ অনুযায়ী নিজ খরচে ৳ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ধকী দলিল সম্পাদনের পর মঞ্জুরিকৃত অর্থের প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে প্রথম কিস্তির অর্থের বিবরণ দাখিল করার পর এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক ছাড়পত্র পাওয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে। তবে, একাধিক ব্যক্তির নামে জমির মালিকানা সত্বের দলিল অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য কোর্ট হতে জমির মালিকানার মূল প্রমাণপত্র কোম্পানির নিকট দাখিল করার পর কোম্পানি কর্তৃক উহা গ্রহণযোগ্য হলে এবং অগ্রিম মঞ্জুর হলে এইচ,বি,আর ফরম নং-২ অনুযায়ী নিজ খরচে ৳ ২,০০০.০০(দুই হাজার) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ধকী দলিল সম্পাদনের পর সংশ্লিষ্ট বিধিমালার ক-৫ নং উপ-ধারা মোতাবেক অগ্রিম প্রদান করা হবে।

৭। গৃহ নির্মাণ ঋণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে ১ম কিস্তির অর্থ প্রদানের পরবর্তী ত্রয়োদশ মাস হতে প্রদানকৃত ঋণের আসল ১৬০ (একশত ষাট) টি সমান কিস্তিতে এবং সুদ ৬০ (ষাট) টি সমান কিস্তিতে আদায় করা হবে। তবে, ঋণ গ্রহীতা কিস্তির সংখ্যা কমাতে চাইলে তা বিবেচনা করা হবে।

৮। বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির ১ (এক) বৎসরের মধ্যে বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের মূল দলিল কোম্পানিতে জমা দিতে হবে এবং এইচ,বি,আর ফরম নং-২ অনুসারে নিজ খরচে ৳ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ধকী দলিল সম্পাদন করে দিতে হবে অন্যথায় সম্পূর্ণ টাকা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবশ্যই

ফেরত দিতে হবে। বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও ঋণ আদায় সংক্রান্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিধিমালার ৪-ক এর সংশ্লিষ্ট উপ-ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৯। বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ অগ্রিম প্রাপ্তির তৃতীয় মাস হতে প্রদানকৃত ঋণের আসল ১৬০ (একশত ষাট) টি সমান কিস্তিতে এবং সুদ ৬০ (ষাট) টি সমান কিস্তিতে আদায় করা হবে; তবে ঋণ গ্রহীতা কিস্তির সংখ্যা কমাইতে চাইলে তা বিবেচনা করা হবে।

১০। গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয় খাতে প্রদত্ত ঋণ অগ্রিমের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় মিটিয়ে কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা অবশ্যই কোম্পানিকে এককালীন ফেরত দিতে হবে।

১১। অগ্রিম অর্থের উপর সুদ ব্যাংক রেট অনুযায়ী বার্ষিক সরল সুদে প্রদেয় হবে যা প্রতি মাসের শেষ তারিখের বকেয়ার উপর নির্ধারণ করা হবে।

১২। সুদসহ ঋণ অগ্রিমের টাকা পরিশোধের পূর্বে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে, চাকরিচ্যুত হলে বা পদত্যাগ করলে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ অগ্রিমের অবশিষ্ট টাকা সুদসহ এককালীন পরিশোধ বা সমন্বয়ের পরেই বন্ধকীকরণ মুক্ত করা হবে।

১৩। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি গৃহ নির্মাণ ঋণ অগ্রিম প্রাপ্তির পর চাকরি হতে পদত্যাগ, অধ্যয়ন ছুটি অথবা লিয়েনে বিদেশে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন সে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের সুদসহ অসমন্বিত সমুদয় অংশ কোম্পানিতে জমা প্রদানপূর্বক ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

১৪। মোট ঋণ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টনের পর উদ্বৃত্ত থাকলে তা সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে আনুপাতিক হারের ব্যত্যয় ঘটানো যাবে।

১৫। ঋণ অগ্রিমের আবেদন বিষয়ক কোম্পানি কর্তৃক ০৩-০৯-২০০৩ তারিখে জারিকৃত প্রশাসন (পাঃ)-১৩২/৯৭০ সংখ্যক পরিপত্র প্রযোজ্য হবে।

১৬। কোম্পানির প্রশাসন ডিভিশনের অধীনস্থ এমপ্লয়ী রিলেশন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও যথাযথভাবে পূরণকরতঃ আগামী ১৩-০৯-২০২০ তারিখের মধ্যে উক্ত ডিপার্টমেন্টে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৬-৮-২০২০
মিনা রানী রায়
মহা-ব্যবস্থাপক

বিতরণ:

১) সকল মহাব্যবস্থাপক/পরিচালক, জিটিসিএল।- (আপনার অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২) ব্যবস্থাপক, নেটওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেশন সেকশন, জিটিসিএল- (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
৩) উপ-ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, জিটিসিএল
৪) নোটিশ বোর্ড
৫) অফিস কপি